(14)

"Feudalism Collapsed in Western Europe because of its own internal Contradictions" - What do you understand by internal contradiction of feudalism? Do you agree with the above statement?

⊛ পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের পতনের কারণ তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফল – অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বলতে কি বোঝ? তুমি কি এই মতের সাথে একমত? (15)

চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগের সময় থেকেই সামন্ততন্ত্রের প্রভাব শিথিল হতে আরম্ভ করে। অত্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকা এই প্রথাটির সংকট ও স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মতভেদ আছে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মধ্যে। কারোর মতে উৎপাদনের প্রধান উপাদানের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিল বলেই সংকট দেখা দিয়েছিল আবার ক্রমবর্ধমান ব্যবসা বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনের ফলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সংকট ও অবসানের সূত্রপাত হয়েছে। চোদ্দ আর পনেরো শতকীতে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্র যে সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল তার পরেও সে টিকে ছিল দীর্ঘ কয়েক শতকের ধরে।

যুগসন্ধিক্ষণ বিতর্ক (Transition Debate) এর সূত্রে সামন্ততন্ত্রের অবসান প্রসঙ্গে প্রথম বিশদ আলোচনা করেন ব্রিটিশ মার্কসীয় ঐতিহাসিক মরিস ডব। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত Studies in the Development of Capitalism গ্রন্থে ডব সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ও তার পতন সম্পর্কে অন্তর্বিরোধের তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন (Internal Contradiction)। তাঁর মতে সামন্ততন্ত্রের পতন নিহিত ছিল সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় নিহিত অন্তর্বিরোধের ফলে।

সামন্ততন্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে ডব ভূমিদাসত্বের ওপর জোর দিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। ভূমিদাসত্ব সম্পর্কে ডব লিখেছেন, সামন্তপ্রভুর অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য অধীনস্থ উৎপাদকের ওপর জোর করে রাষ্ট্রক্ষমতার বলে শ্রম অথবা নগদ অর্থ-বিনা উৎপন্ন জিনিসপত্র দেওয়ার যে বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেওয়া হত তাই ভূমিদাসত্ব বা Serfdom। প্রত্যেক সামন্তপ্রভুর-অধীনস্থ প্রজাদের বা ম্যানরে বসবাসকারী ভূমিদাস বা সার্ফরা জমির সঙ্গে

Scanned with CamScanner

অনিবার্য বলে গণ্য হত। ফলে ভূমিদাসদের ওপর মালিকানা না থাকলেও সামন্তপ্রভুরা তাঁদের খাসজমি বা ডেমেইন এবং ম্যানরের ভূমিদাস ও অন্যান্য চাষীদের জমি টেনেমেন্ট চাষ করতে আইনগতভাবে বাধ্যতা পেয়ে যেতেন। এই ভূমিদাস প্রথাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি। এ বাজারে বেচাকেনার উদ্দেশ্যে উৎপাদনের কোনো তাগিদ ছিল না। চাহিদা ম্যানরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। চাহিদা সীমাবদ্ধ থাকার দরুন উৎপাদনের উপকরণও ছিল সাধারণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপাদন ক্ষমতা আনুপাতিক হারে বাড়ত না। তাই ডব এই অর্থনীতিকে বলেন "Economy of no outlet"। <u>ডবের মতে সামন্ততন্ত্রের অন্তর্গত রক্ষণশীলতাই তার পতনের অন্যতম কারণ। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল ভূমিদাস প্রথার অবসান।</u>

মরিস ডব বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ পল সুইজির বাণিজ্যিকীকরণের প্রভাবকে স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে ব্যবসা বাণিজ্য এবং নগরায়নের প্রক্রিয়া সামন্ততন্ত্রের পতনের কারণ - ডব একথা মানতে রাজী নন। ডবের মতে বাণিজ্যের দিগন্ত উন্মুক্ত হওয়ার ফলে সামন্তেরা ম্যানরের বাইরে থেকে মূল্যবান দ্রব্য আনতে শুরু করেন, সামন্তপ্রভুদের এই দ্রব্যগুলির ওপর অত্যধিক চাহিদা প্রজাদের ওপর বাড়তি কর চাপাতে উৎসাহ জুগিয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপে বাড়তি করের চাপ সইতে না পেরে অনেক ভূমিদাস ম্যানর ছেড়ে পালিয়ে যায়, ফলে ম্যানরে ভূমিদাসদের সংখ্যা ক্রমে কমে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। এই উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য সামন্তপ্রভুরা তাদের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে খাজনা শস্যের বদলে নগদে নিতে শুরু করেন - <u>একে বলে খাজনার নগদীকরণ বা "Commutation of rent"</u>

ডবের মতে খাজনার নগদীকরণই ভূমিদাস প্রথার অবসানের নির্দেশক। এই ভূমিদাসত্ব যেহেতু সামন্ততন্ত্রের ভরকেন্দ্র = খাজনার নগদীকরণ তাই সামন্ততন্ত্রের পতনের সূচক। সামন্তপ্রভুর একমাত্র লক্ষ্য ছিল নগদ খাজনা আদায় করা, এবং ক্রমশই প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা বেড়েছিল॥

ডবের বক্তব্যের বিশেষত্ব হল তিনি বাণিজ্য বিস্তারকে উপেক্ষা না করেই সামন্ততন্ত্রের অভ্যন্তরীণ বিরোধ (Internal Contradiction) কেই সামন্ততন্ত্রের পতনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছেন। ডব দেখিয়েছেন সামন্ততন্ত্রের পতনের মূল কারণ ছিল সামন্তপ্রভুদের ক্রমবর্ধমান

বাড়তে থাকে চাহিদা। যে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে মেটানো সম্ভব ছিল না। সাধারণ প্রযুক্তি নিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব ছিল না। স্বভাবতই ভূমিদাসরা ম্যানর ছেড়ে পালাচ্ছিল। চাহিদা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার এই বিরোধিতেই ডব সামন্ততন্ত্রের অন্তর্বিরোধ বলেছেন। ডবের মতে- পশ্চিম ইউরোপে নগরের সংখ্যা বেশী থাকায় এই অন্তর্বিরোধের ফলে- পশ্চিম ইউরোপে ভূমিদাসদের সামনে নতুন জীবনের একটি বিকল্প উপস্থিত ছিল - তাই এই অন্তর্বিরোধ পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের পতন ঘটায়। কিন্তু পূর্ব ইউরোপে অতটা নগরায়ন গড়ে ওঠেনি বলে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিও অবলুপ্ত হয়ে যায়নি।

মরিস ডবের অন্তর্বিরোধের তত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন পল সুইজি। ১৯৫০ সালে "Science and Society" নামক পত্রিকায় সুইজি "Feudalism - A Critique" প্রবন্ধে বাণিজ্যের তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন। সুইজির মতে- দীর্ঘকাল পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতি ছিল এমন এক ব্যবস্থা যার লক্ষ্য ছিল ভোগের জন্য উৎপাদন (Production for use)। ব্যবসা বাণিজ্যের বিপুল বিস্তারের ফলে শুধুমাত্র ভোগের জন্য উৎপাদন শেষ হয়ে গিয়ে বিনিময়ের অর্থনীতি (Economy of Exchange) শুরু হয়। সুইজি মনে করেন সামন্তপ্রভুর ক্রমবর্ধমান [illegible] ডেকে আনে বাণিজ্যের বিকাশ (Exchange Economy) এবং শহুরে জীবনধারার উদ্ভবের ফলে।

ঐতিহাসিক তাকাহাশি সামন্ততন্ত্রের পতন যে সামন্ততন্ত্রের আভ্যন্তরীন সংকট হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। তাকাহাশি তার গ্রন্থ "Elements Of Feudalism" এ সুইজির বক্তব্যের বিরোধিতা করে লিখেছেন, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণের সাথে উৎপাদনকারী এবং উৎপাদনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই কারণে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে কৃষকদের স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য সরাসরি যুক্ত ছিল। সুতরাং ক্রমবর্ধমান সংকটের মূলে ছিল সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনের স্বতঃস্ফূর্ত বৃদ্ধি।

Scanned with CamScanner

মরিস ডব, পল সুইজি এবং তাকাহাশির আলোচনা থেকে অন্তর্বিরোধের তত্ত্ব সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ছবি পাওয়া যেতে পারে। যদি ধরে নেওয়া যায় প্রাক্‌শিল্পায়িত সামন্ততন্ত্রে বহিরাগত শক্তির যেমন কার্যকারিতা ছিল না তখন বলতে বাধা নেই যখন সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ঘটেছিল তখন বহিরাগত শক্তির কার্যকারিতার সামন্ততন্ত্রের উপর প্রভাব হয়েছিল। মরিস ডব একসময় বলেছিলেন সামন্ততন্ত্রের বিকাশ বা অবক্ষয় আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত শক্তির যৌথ কার্যকারিতার ফল। অথচ ডব সামন্ততন্ত্রের পতনের ক্ষেত্রে বাণিজ্যের বিকাশকে এড়িয়ে গিয়ে এই Interaction ব্যাপারটাকেই এড়িয়ে গিয়েছেন। ডব এবং তাকাহাশি শ্রমিকদের মজুরী হিসাবে মুদ্রানির্ভর অর্থনীতির বিকাশকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে সামন্ততান্ত্রিক ইতিহাসের মূল কার্যনির্বাহী শক্তির ভূমিকাকেই এড়িয়ে গিয়েছেন। সার্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় এবং **ধনতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের আভ্যন্তরীণ শক্তির কার্যকারিতা ও দ্বন্দ্বের চেয়ে বহিরাগত শক্তির অভিঘাত অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।**